পবিত্র কোরআনে হযরত লুত (আ:) ও তার কওমের ঘটনা

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহি রহমানির রহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু: **"পবিত্র কোরআনে হযরত লুত (আ:) ও তার কওমের ঘটনা-২"**

বর্তমান যে এলাকাটিকে ট্রান্সজর্দান (**Trans Jordan**) (**شرق أردن**) বলা হয়, সেখনেই ছিল লুত জাতির বাসস্থান। ইরাক ও ফিলিস্তানের মধ্যবর্তী স্থানে এলাকাটি অবস্থিত। বাইবেলে সাদুমকে (Sadom) এ জাতির কেন্দ্রস্থল বলা হয়েছে। মৃত সাগরের (Dead Sea) নিকটবর্তী কোথাও এর অবস্থান ছিল। তালমুদে বলা হয়েছে, সাদূম ছাড়া তাদের আরো চারটি বড় বড় শহর ছিল। এ শহরগুলোর মধ্যবর্তী এলাকাসমূহ এমনি শ্যামল সবুজে পরিপূর্ণ ছিল যে, মাইলের পর মাইল জুড়ে এ বিস্তৃত এলাকা যেন একটি বাগান মনে হতো। এ এলাকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মানুষকে মুগধ ও বিমোহিত করতো। কিন্তু আজ এ জাতির নাম নিশানা দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। মৃত সাগরই তাদের একমাত্র স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে টিকে আছে। বর্তমানে এটি লুত সাগর নামে পরিচিত।

হযরত লুত (আ:) ছিলেন হযরত ইব্রাহিম (আ:) আর ভাইপো। তিনি চাচার সাথে ইরাক থেকে বের হন এবং কিছুকাল সিরিয়া, ফিলিস্তিন ও মিসরে সফর করে দাওয়াত ও তবলীগের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে থাকেন। অতঃপর স্বতন্ত্রভাবে রিসালতের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়ে এ পথভ্রষ্ট জাতিটির সংস্কার ও সংশোধনের দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত হন। সামুদবাসীদের সাথে সম্ভবত তার আত্মীয়তার সম্পর্কের কারণে তাদেরকে তার সম্প্রদায় হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে ।এ জাতির অনেক নৈতিক অপরাধ ছিল, তার মধ্যে সমকামিতার উল্লেখ বিশেষভাবে আল কুরআনে করা হয়েছে। পুরুষে পুরুষে সমকামিতার অপরাধের কারণে তাদের উপর আল্লাহর আযাব আপতিত হয়। তারা এই জঘন্য অসৎকর্মের মধ্যে এতদুর ডুবে গিয়েছিল যে, সংশোধনের সামান্যতম আওয়াজ তাদের সহ্যের বাইরে। এ ধরনের একটি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যাবার পর আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে উৎখাত করার সিদ্ধান্ত হয়। এবং তাদের উপর পাথর-বৃষ্টি বর্ষণ করে তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দেয়া হয়. পুরুষে পুরুষে সমকামিতার কোন মামলা রাসূল (স:) এর কাছে আসে নি। তাই শাস্তি কিভাবে দিতে হবে অকাট্যভাবে চিহ্নিত হতে পারে নি। শাস্তি সম্পর্কে সাহাবা (রা:) ও ইসলামী চিন্তাবিদদের অভিমত:

اقتلو الفا عل والمفعول به

এ অপরাধী ও যার সাথে সে অপরাধ করেছে তাদের উভয়কে হত্যা করো।

أحصناأولم يحصنأ

বিবাহিত হোক অথবা অবিবাহিত হোক।

فأر جموالا علي الاسفل

ওপরের এবং নিচের উভয়কে পাথর মেরে হত্যা করো। ইমাম আবু হানিফা (রা:) আর মোতে, এ অপরাধের কোন দন্ডবিধি নির্ধারিত নেই। বরং সরকার অবস্থা ও প্রয়োজন অনুপাতে শিক্ষণীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন।

ملعون من أتي المراة في دبر ها

যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর পশ্চাৎদেশে যৌনসঙ্গম করে সে অভিশপ্ত।

আল্লাহর ও রাসূলের নির্ধারিত সীমারেখার মধ্যে জীবন-যাপন করা তথা সমস্ত কার্য সম্পাদন করা মুমিনদের কর্তব্য। অন্যথায় কঠিন শাস্তি।

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u>

১. ইব্রাহিম বলেছিল, বিভ্রান্তরা ছাড়া কে নিরাশ হয় তার প্রভুর রহমত থেকে।

তিনি বললেনঃ পালনকর্তার রহমত থেকে পথভ্রষ্টরা ছাড়া কে নিরাশ হয় ? (সূরাঃ আল-হিজর ১৫:৫৬)

২. তারপর ইব্রাহিম বললো, হে ফেরেশতারা আপনাদের আর কি কাজ।

তিনি বললেনঃ হে ফেরেশতারা ! তোমাদের আর বিশেষ কি কাজ আছে? (সূরাঃ আল-হিজর ১৫:৫৭)

৩. ফেরেশতারা বললো, আমরা প্রেরিত হয়েছি এক অপরাধী কওমের প্রতি।

তারা বললঃ আমরা একটি অপরাধী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রেরিত হয়েছি। (সূরাঃ আল-হিজর ১৫:৫৮)

৪. তবে, লুতের পরিবারবর্গের বিরুদ্ধে নয়, আমরা তাদের সবাইকে নাযাত দেবো।

কিন্তু লূতের পরিবার-পরিজন বিরুদ্ধে নয়। আমরা অবশ্যই তাদের সবাইকে রক্ষা করব। (সূরাঃ আল-হিজর ১৫:৫৯)

৫. কিন্তু লুতের স্ত্রীকে নয়, আমরা নিশ্চিত হয়েছি, সে ধ্বংস হবার জন্যে পেছনে পরে থাকাদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

তবে তার স্ত্রী নয়। আমরা স্থির করেছি যে, সে পেছনে থেকে যাওয়াদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (সূরাঃ আল-হিজর ১৫:৬০)

৬. অতঃপর ফেরেশতারা যখন লুত পরিবারে এসে উপস্থিত হলো।

অতঃপর যখন ফেরেশতাগণ লূতের গৃহে পৌছল। (সূরাঃ আল-হিজর ১৫:৬১)

৭. লুত বললো, আপনাদের তো চিনতে পারছি না।

তিনি বললেনঃ তোমরা তো অপরিচিত লোক। (সূরাঃ আল-হিজর ১৫:৬২)

৮. তারা বললো, আপনার জাতি যে বিষয়ে (অর্থাৎ আযাব) সন্দেহ করছে আমরা তা নিয়ে এসেছি. ।

তারা বললঃ না বরং আমরা আপনার কাছে ঐ বস্তু নিয়ে এসেছি, যে সম্পর্কে তারা বিবাদ করত। (সূরাঃ আল-হিজর ১৫:৬৩)

৯. আমরা সত্য সংবাদ নিয়ে এসেছি এবং অবশ্যই আমরা সত্যবাদী।

وَ اَتَيْنٰكَ بِالْحَقِّ وَ اِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ﴿٦٤﴾

এবং আমরা আপনার নিকট সত্য বিষয় নিয়ে এসেছি এবং আমরা সত্যবাদী। (সূরাঃ আল-হিজর ১৫:৬৪)

১০. সুতরাং আপনি রাতের কোনো এক সময় আপনার পরিবার পরিজনকে নিয়ে বের হয়ে পড়ুন। আপনি তাদের পেছনে চলুন এবং আপনাদের কেউই যেন পেছনে ফিরে না তাকায়। আপনাদেরকে যেখানে বলা হয়েছে সেখানে চলে যান।

فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَ اتَّبِعْ اَدْبَارَهُمْ وَ لَا يَلْتَفِتْ
مِنْكُمْ اَحَدٌ وَّامْضُوْا حَيْثُ تُؤْمَرُوْنَ ﴿٦٥﴾

অতএব আপনি রাত্রির কোনো এক সময় পরিবারের সকলকে নিয়ে চলে যান এবং আপনি তাদের পশ্চাদনুসরণ করেন এবং আপনাদের মধ্যে কেউ যেন পিছন ফিরে না দেখে। আপনারা যেখানে আদেশ প্রাপ্ত হচ্ছেন সেখানে যান।
(সূরাঃ আল-হিজর ১৫:৬৫)

১১. আমরা তাকে ফায়সালা জানিয়ে দিলাম যে, প্রভাতেই তাদের শিকড় কেটে দেয়া হবে (সমূলে বিনাশ করা হবে)।

وَ قَضَيْنَآ اِلَيْهِ ذٰلِكَ الْاَمْرَ اَنَّ دَابِرَ هٰٓؤُلَآءِ مَقْطُوْعٌ مُّصْبِحِيْنَ ﴿٦٦﴾

আমি লূতকে এ বিষয় ফায়সালা করে দেই যে, সকাল হলেই তাদেরকে সমুলে বিনাশ করে দেয়া হবে।
(সূরাঃ আল-হিজর ১৫:৬৬)

১২. নগরবাসীরা মেহমান আগমনের সংবাদে উল্লাসিত হয়ে লুতের বাড়িতে এসে উপস্থিত হয়।

শহরবাসীরা আনন্দ-উল্লাস করতে করতে পৌছল। (সূরাঃ আল-হিজর ১৫:৬৭)

১৩. সে বললো, এরা আমার মেহমান, তোমরা আমাকে বেইজ্জতি করো না।

লূত বললেনঃ তারা আমার মেহমান। অতএব আমাকে লাঞ্ছিত করো না। (সূরাঃ আল-হিজর ১৫:৬৮)

১৪. তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, আমাকে অপমানিত করো না।

তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার ইজ্জত নষ্ট করো না। (সূরাঃ আল-হিজর ১৫:৬৯)

১৫. তারা বললো, আমরা কি জগদ্বাসীকে আশ্রয় দিতে তোমাকে নিষেধ করি নি ?

তার বললঃ আমরা কি আপনাকে জগৎদ্বাসীর সমর্থন করতে নিষেধ করিনি। (সূরাঃ আল-হিজর ১৫:৭০)

১৬. লুত বললো, এই আমার জাতির কন্যারা রয়েছে, তোমরা কিছু করতে চাইলে তাদের বিয়ে করে নাও।

তিনি বললেনঃ যদি তোমরা একান্ত কিছু করতেই চাও, তবে আমার কন্যারা উপস্থিত আছে। (সূরাঃ আল-হিজর ১৫:৭১)

১৭. তোমার জীবনের শপথ, তারা তখন উন্মত্ততায় উদভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল।

আপনার প্রাণের কসম, তারা আপন নেশায় বিমূঢ় ছিল। (সূরাঃ আল-হিজর ১৫:৭২)

১৮. তারপর সূর্যোদয়ের সময় তাদের পাকড়াও করে বিকট ধ্বনি।

অতঃপর সুর্যোদয়ের সময় তাদেরকে প্রচন্ড একটি শব্দ এসে পাকড়াও করল। (সূরাঃ আল-হিজর ১৫:৭৩)

১৯. তখন আমরা লুত জাতির জনপদের উপরের দিক নিচে করে উল্টে দিয়েছি এবং তাদের উপর অবিরাম বর্ষণ করেছি কংকর।

অতঃপর আমি জনপদটিকে উল্টে দিলাম এবং তাদের উপর কঙ্করের প্রস্তর বর্ষণ করলাম। (সূরাঃ আল-হিজর ১৫:৭৪)

২০. বিশ্লেষণ শক্তি সম্পন্ন লোকদের জন্যে এতে রয়েছে নিদর্শন।

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ ﴿٧٥﴾

নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল-শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে। (সূরাঃ আল-হিজর ১৫:৭৫)

২১. সেই বিরান জনপদ লোক চলাচলের পথপাশে এখনো বিদ্যমান।

وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ ﴿٧٦﴾

জনপদটি লোক চলাচলের পথিপার্শ্বে এখনো অবস্থিত রয়েছে। (সূরাঃ আল-হিজর ১৫:৭৬)

২২. মুমিনদের জন্যে তাতে রয়েছে এক নিদর্শন।

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾

নিশ্চয় এতে ঈমানদারদের জন্যে নিদর্শণ আছে। (সূরাঃ আল-হিজর ১৫:৭৭)

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরাঃ আল-আম্বিয়া</u>

২৩. আর লুতকে আমরা দিয়েছিলাম হিকমাহ এবং এলেম (জ্ঞান)। তাকেও আমরা নাজাত দিয়েছিলাম অশ্লীল কাজে লিপ্ত এক খবিছ জনপদ থেকে। তারা ছিল নিকৃষ্ট সীমালঙ্ঘনকারী কওম।

وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ ۗ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ ﴿٧٤﴾

এবং আমি লূতকে দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান এবং তাঁকে ঐ জনপদ থেকে উদ্ধার করেছিলাম, যারা নোংরা কাজে লিপ্ত ছিল। তারা মন্দ ও নাফরমান সম্প্রদায় ছিল। (সূরাঃ আল-আম্বিয়া ২১:৭৪)

২৪. আর আমরা তাকে দাখিল করে নিয়েছিলাম আমাদের হমতের মধ্যে সেও ছিল পুণ্যবানদের একজন।

আমি তাকে আমার অনুগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম। সে ছিল সৎকর্মশীলদের একজন। (সূরাঃ আল-আম্বিয়া ২১:৭৫)

প্রিয় ভাই বোনেরা, আসুন আমরা আল্লাহর কাছে কায়োমনোবাক্যে দোয়া করি, হে আল্লাহ তোমার অপছন্দনীয় কাজ থেকে আমাদের ফিরিয়ে রাখো। শয়তান তোমার অপছন্দনীয় কাজ করতে আমাদেরকে প্ররোচিত করবে- শয়তানের প্ররোচনা থেকে আমরা তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তুমি মেহেরবানী করে আমাদেরকে আশ্রয় দান করো। আমাদের ভুল-ভ্রান্তি ক্ষমা করো. আমরা তওবা করছি, আমাদের তওবা কবুল করো। তোমর দ্বীনের পথে আমাদেরকে পরিচালিত কর।

তোমার রহমত আমাদের দান করো।

আমীন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

Click here http://www.morningbrightness.fi/